যায়যায়দিন

22 APR 2012
তারিখ .....
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫

জাবিতে ছাত্রলীগের হাতে সাত শিক্ষার্থী প্রহৃত

কাল সকাল-সন্ধ্যা শিক্ষক ধর্মঘট শুরু

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ভিসিপন্থী কথিত 'ভিসি লীগের' হাতে সাত সাধারণ শিক্ষার্থী প্রহৃত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ও প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যদের উপস্থিতিতে তাদের পেটানো হয়। এদিকে ভিসি পতনের দাবিতে আগামীকাল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা শিক্ষক ধর্মঘটের পাশাপাশি প্রশাসনিক ভবনে তালা লাগিয়ে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা।

জানা গেছে, শুক্রবার রাত ১০টার দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রথম বর্ষের ছাত্র সানু আকন্দ (ল অ্যান্ড জাস্টিস বিভাগ) হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার বন্ধুরা তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. লিটন কুমার রায় রোগীকে সার্ভারের এনাম মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তর করলেও তাকে কোনো অ্যাম্বুলেন্স দিতে পারেননি। এ সময় সানুর অবস্থার অবনতি হলে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে মেডিকেল স্টোরের চেয়ার ও জানালার কাচ ভাংচুর করে। পরে প্রক্টরের গাড়িতে করে রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এরপর বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে। বিক্ষোভ করার সময় 'যে ভিসি অ্যাম্বুলেন্স দিতে পারে না আমরা সে ভিসি চাই না' স্লোগান দেয়। পরে প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা শিক্ষার্থীদের শান্ত করে হলে ফিরিয়ে আনেন।

এরপর ভিসিপন্থী ছাত্রলীগ নেতা শরীফুল ইসলাম বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে হলের অতিথি কক্ষে ডেকে নিয়ে আসেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর সুকল্যাণ কুমার কুণ্ডুসহ প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের সামনেই শরীফ সাত শিক্ষার্থীকে বেদম প্রহার করেন। প্রহৃতরা হলেন- ৪০তম ব্যাচের অনীক বিশ্বাস (গণিতবিভাগ), সাইদুল (অর্থনীতি), সৌরভ (উদ্ভিদবিদ্যা), আজহারুল ইসলাম ডিউক (ইংরেজি), হুমায়ুন কবির হিরণ (ইতিহাস), আরমান (পরিসংখ্যান) ও আরিফুর রহমান (গণিত)। শরীফের ছাত্রত্ব না থাকলেও গোপালগঞ্জ অধিবাসী এবং ভিসিলীগ বাহিনীর প্রধান হিসেবে অবৈধভাবে হলে অবস্থান করছেন।

এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ ফরিদ আহমেদ বলেন, হলে যদি কোনো অছাত্র

প্রহৃত : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

প্রহৃত : জাবিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

থেকে থাকে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। মারধরের বিষয়ে যদি কেউ অভিযোগ করে তবে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শেখ শরীফুল ইসলাম বলেন, কাউকে মারধর করা হয়নি। ঘটনার ইফনদাতাদের খুঁজে বের করার জন্য কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর সুকল্যাণ কুমার কুণ্ডু বলেন, প্রাধ্যক্ষের কক্ষে তারা ঘটনাটি জানার জন্য কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাদের সামনে কাউকে মারধরের ঘটনা ঘটেনি। তবে কোনো অভিযোগ এলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবিরের পতনের দাবিতে আবারো সাত দিনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। গতকাল দুপুর ১টায় প্রশাসনিক ভবনের সামনে উপাচার্য প্রত্যাখ্যান মঞ্চে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন বলেন, ৯ জানুয়ারি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী জুবায়ের আহমেদ সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হওয়ার পর থেকে 'শিক্ষক সমাজ' ব্যানারে শিক্ষকরা ক্যাম্পাসকে নিরাপদ ও গণতান্ত্রিক বাসযোগ্য করার লড়াই করে যাচ্ছেন। প্রশাসনের কাছে জুবায়ের হত্যার সুষ্ঠু বিচার ও হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানালেও বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আরো কিছু ন্যায্য দাবি উত্থাপন করেছে- শিক্ষক সমাজ।

সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়, শান্তিপূর্ণ এই টানা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একাধিকবার আলোচনায় বসেছে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের সঙ্গে। কিন্তু একাধিকবার মৌখিক সমঝোতার পরও তা লঙ্ঘন করা হয়েছে।

অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন বলেন, '১০ এপ্রিল থেকে তারা ভিসি অফিস অবরোধ করে আসছেন। কিন্তু এই কয়েকদিনের মধ্যে একদিনও তিনি অফিসে আসেননি। আর ভিসি অফিসে না এলে কী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম চলে? তিনি অফিসে আসেন না, তাহলে তিনি অফিস করেন কোথায়? কাজ না করে তিনি কীভাবে ভিসি পদে থাকবেন?

এর আগে সর্বাত্মক ধর্মঘটের অংশ হিসেবে শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইনের নেতৃত্বে গতকাল সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এএ মামুন, সম্পাদক মো. শরীফ উদ্দীন, অধ্যাপক এমএ মতিন, অধ্যাপক মোজাম্মেল হক, অধ্যাপক আরেক শামসুর রেহমান, অধ্যাপক শামসুল আলম সেলিম ও আনোয়ারুল্লায় ভূঁইয়া প্রমুখ।